আবদুল মান্নান সৈয়দ

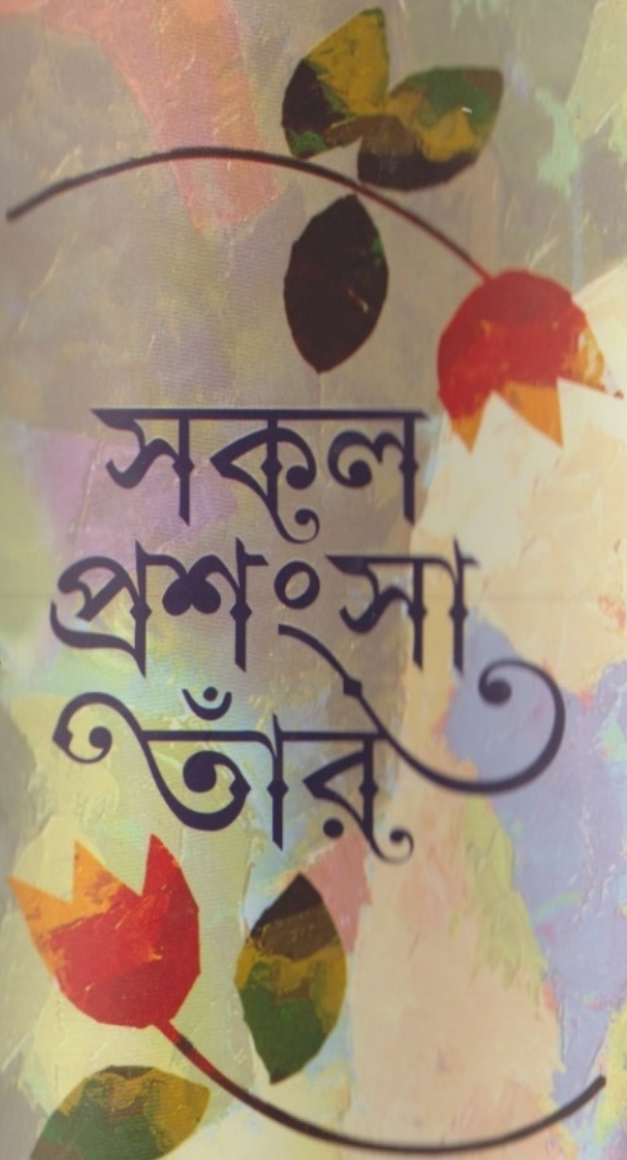

সকল প্রশংসা তাঁর

সকল প্রশংসা তাঁর

www.pathagar.com

স্বচ্ছন্দ প্রকাশন
জিপি.চ- ৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

www.pathagar.com

সকল প্রশংসা তাঁর

আবদুল মান্নান সৈয়দ

www.pathagar.com

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ	একুশের বইমেলা ২০০৩
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
©	সায়রা সৈয়দ
প্রচ্ছদ	হামিদুল ইসলাম
প্রকাশক	জাকির ইবনে সোলায়মান
মুদ্রণ	আল মাদানী প্রিন্টারস

জিপি. চ- ৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৮৮৫৩৭১৫ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮১৪৯৬১

দাম ৬০ টাকা

SAKAL PROSONGSHA TAAR (a collection of poems) by **Abdul Mannan Syed**
published by **Zakir Ibn Solaiman**
Saschanda Prokason
GP. Cha-56/1, Uttar Badda, Gulshan, Dhaka-1212
Phone: 8853715 Fax: 880-2-8814961

Price : Tk. **60** US$ **5** only

ISBN 984-721-026-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বহুদিন পরে দেখি : রাস্তা, গাছ, শহর ও ঘাস
রৌদ্র-প্লাবিত দিনে জেগে ওঠে দীপ্ত কলস্বরে;
তারকা-মুদ্রিত রাত্রি ঝুঁকে পড়ে মাথার উপরে,
একটানা চলে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত নীলাকাশ।

এসব দৃশ্যেরও পারে দেখে চলে লুব্ধ দুটি চোখ :
রাত্রির ভিতরে রাত্রি, দিনের ভিতরে অন্য বিভা,
মাছের পোশাকে তারা, ফেরেশতার আলোর প্রতিভা :
মুগ্ধ চক্ষে এসে পড়ে স্বপ্নে-দেখা স্বর্গের আলোক।

কোথায় ঝর্না ঝরছে পরীর মতন কলস্বরে।
মাতা-অভিজ্ঞতা আমাদের ডেকে নেয় খাস-ঘরে।
বুকের মধ্যের যতো জাম্ খুলে যায় শব্দহীন।
ঘিরে ধরে চতুর্দিকে ফেরেশতা, মানুষ, পরী, জ্বিন।
জানুক সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উদীচী, অবাচী :
অদৃশ্যের মৌচাকের আমরা সব পাগল মৌমাছি ॥

www.pathagar.com

স্বচ্ছন্দ প্রকাশন এর অন্যান্য বই

- শেকল কাটে খাঁচার পাখি # আল মুজাহিদী
- মেঘের খামে চুমকি দানা # সাজজাদ হোসাইন খান
- কে আছে কেউ কি আছে # মুশাররাফ করিম
- প্রথম বৃষ্টি # মুশাররাফ করিম
- একটি পাখি ডুকরে কাঁদে # আন্ওয়ারুল কবীর বুলু
- কুসুমে বসবাস # হাসান আলীম
- সুখের নহরে আগুন জ্বলে # শওকত ইসমাইল
- হিজলবনের পাখি # গোলাম মোহাম্মদ
- ঘাসফুল বেদনা # গোলাম মোহাম্মদ
- হে সুদূর হে নৈকট্য # গোলাম মোহাম্মদ
- নানুর বাড়ী # গোলাম মোহাম্মদ
- নির্বাচিত গল্প # কাজী এনায়েত হোসেন
- কাজলী # জাকির ইবনে সোলায়মান
- যে চোখে ধূসর আকাশ # জাকির ইবনে সোলায়মান
- নির্মাণাধীন আলোর টাওয়ার # আল হাফিজ
- ভালোবাসা সব পারে # রফিক মোহাম্মদ
- গাঙচিল মন # সুমন মাহবুব
- ঢেউ ভেঙে যায় # সুমন মাহবুব
- তবু স্বপ্নের পাখিরা ওড়ে # নাসিমা সুলতানা শফি
- পাথর সময় # রওশন আরা বেগম রুশ্নী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সকল প্রশংসা তাঁর ৯
আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন ১০
'জ্যোতির উপরে জ্যোতি' ১১
স্তরে স্তরে ১২
আদম ১৩
দুই ফেরেশতা ১৪
হজরত মুহম্মদ (সা.) : আবির্ভাব ১৫
হজরত মুহম্মদ (সা.) : মি'রাজ ১৬
রাহমাতুললিল আ'লামীন ১৭
হজরত মুহম্মদ (সা.) : তিরোভাব ১৮
খুলাফায়ে রাশেদীন ১৯
হজরত আবুবকর (রা.) : দৃষ্টিতেশ্রবণে ২০
হজরত উমর (রা.) : গোলাপে-ইস্পাতে ২১
হজরত উসমান (রা.) : অজস্র প্রস্রবণ ২২
হজরত আলী (রা.) : জ্ঞানের দরোজা ২৩
সাহাবীরা ২৪
বেলালের কণ্ঠ থেকে ২৫
খালিদ-বিন-ওয়ালিদ : আল্লার তলোয়ার ২৬
আবুজর গিফারী (রা.) : দ্রোহী, একা, স্পষ্টভাষী ২৭
সেইসব মানুষের ২৮
উষা ২৯
দিন ৩০
মধ্যদিন ৩১
তারকা-পুনর্মুদ্রিত রাত্রি ৩২
ফেরেশতা ও মানুষ ৩৩
গজল ৩৪
স্কেচ ৩৫
বেদনার ধাক্কা খেয়ে ৩৬
কাল ছিল ডাল খালি ৩৭
পাখি ৩৮
সালামে-চুম্বনে ৩৯
রাস্তা ৪০
পঞ্চাশ বছরে ৪১
নিজের ভিতরে ৪২
মাঝরাতে নিজেকে প্রশ্ন ৪৩
আমার চোখ ৪৪
অনেক দরোজা ৪৫
নীরবতা গভীরতা দুই বোন বলে কথা ৪৬

www.pathagar.com

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল :
সেপ্টেম্বর ১৯৯২ - এপ্রিল ১৯৯৩

www.pathagar.com

সকল প্রশংসা তাঁর

সকল প্রশংসা তাঁর – যিনি ঊর্দ্ধাকাশের মালিক;
নক্ষত্রের চলাফেরা চলে যাঁর অঙ্গুলিহেলনে;
আমরা আশ্রিত তাঁর করুণায় : জীবনে, মরণে;
তাঁর আলো চন্দ্র-সূর্য-তারাদের আলোর অধিক।

তাঁরই মুক্তা প্রজ্বলিত ঘন-নীল রাত্রির ভিতরে;
তাঁরই হীরা দীপ্যমান দিবসের পূর্ব ললাটে;
যুক্ত করে দেন তিনি তুচ্ছতাকে – অসীমে, বিরাটে;
সমস্ত সৌন্দর্য তাঁরই লোকোত্তর প্রতিভাস ধরে।

বিপর্যয় দিয়ে তুমি রহমত দিয়েছো তোমার,
দুঃখের দিনের বন্ধু, হে পরোয়ারদিগার!
কষ্টের নিকষে তুমি আমাকে করেছো তলোয়ার,
সম্রাটেরও হে সম্রাট, হে পরোয়ারদিগার!
স্বপ্নের ঘোড়ার পিঠে আমাকে করেছো সওয়ার,
হে রহমানুর রহিম! হে পরোয়ারদিগার!

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন

[হজরত আলী রা.-এর বর্ণনানুসরণে]

তিনি ছাড়া কেউ জ্ঞানী নয়, সকলেই জ্ঞানের অনুসন্ধানকারী।
– রাহজুল বালাঘা : হজরত আলী (রা.)

তাঁকে কেউ দেখেছে কি মরচক্ষে ? দৃষ্টির নন্দনে ?
কেবল হৃদয়ে তাঁকে কেউ কেউ করে অনুভব।
সমস্ত বস্তুর মধ্যে মিশে তিনি আছেন গোপনে –
অথচ স্পর্শ তাঁকে করতে পারে না এইসব।

সমস্ত দ্যাখেন তিনি – কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নেই কোনো।
নির্মাণ করেন তিনি – কিন্তু কোনো হাত দিয়ে নয়।
সব-কিছু থেকে দূরে – কিন্তু নন্ বিচ্ছিন্ন কখনো।
– তাঁকে পেতে হলে, প্রিয়, মুক্ত করো তোমার হৃদয়!

তিনিই প্রথমতম – যাঁর পূর্বে ছিলো না প্রথম।
তিনিই সর্বশেষ – যাঁর পরে নেই কোনো শেষ।
জীবনের অন্তস্তলে রয়েছেন নীরবে, গভীরে।
সকল প্রশংসা তাঁর – যিনি পরমতম পরম।
সকল জ্ঞানের উৎস – যিনি অনশ্বর, অনিঃশেষ।
– খেলাধুলো সাঙ্গ হলে আমরা যাবো তাঁর কাছে ফিরে ॥

www.pathagar.com

‘জ্যোতির উপরে জ্যোতি’

আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।
– ২৪ : ৩৫ : কুরআন শরীফ

কাচের আধারে এক উজ্জ্বল তারকা দীপ্তিমান।
অগ্নি তাকে জ্বালায়নি। জায়তুনের তেলে প্রজ্বলিত –
যে-তেল প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়। সমর্পিত
নিরগ্নি শিখায় এক – অজর, অক্ষর, অম্লান।

জ্যোতির উপরে জ্যোতি, আলোর ভিতরে আলো জ্বলে
কাচের ভিতরে কোনো আকাশের অনশ্বর তাকে।
পৃথিবী, আকাশ, চরাচর – আলো দ্যায় সে সবাকে।
পবিত্র মহান জ্যোতি জ্বলে যায় নিরগ্নি অনলে।

উপমা বিহনে, হায়, অসম্ভব তোমার বর্ণনা
তুচ্ছ মানুষের কাছে। হে রহমানুর রহিম!
আত্মা থেকে সপ্তম আকাশ অব্দি তোমার পূর্ণিমা
প্রজ্বলিত – প্রবাহিত। তেজঃপুঞ্জ অনন্ত অসীমা
জ্যোতির উপরে জ্যোতি, সর্বব্যাপ্ত, হে মহামহিম!
আমার হৃদয়ে ফ্যালো তোমার আলোর এক কণা ॥

www.pathagar.com

স্তরে স্তরে

আমি শপথ করি গোধূলির, আর রাত্রির আর তা যে ঢেকে দেয় তার,
আর শপথ করি চন্দ্রের যখন সে পূর্ণ! তোমরা নিশ্চয় এক স্তর থেকে
আর-এক স্তরে বিচরণ করবে।

– ৮৪ : ১৬-১৯ : কুরআন শরীফ

শপথ সন্ধ্যার আর ঘন-নীল সুশান্ত রাত্রির,
আমিও জেনেছি এই জীবনের পরম বিকাশ;
এই তো কণ্টকে বিদ্ধ, এইমাত্র কুসুমসংকাশ;
বিপুল ঐশ্বর্যে ঝুলি ভরে গেছে সামান্য যাত্রীর।

পথে পথে পাওয়া গেলো অফুরন্ত হিরে-জহরত –
দুঃখের নিকষে শুদ্ধ। কতো স্তর, কতো স্তরান্তর :
জিভে লাগে নোনা স্বাদ, কানে বাজে মধু কণ্ঠস্বর :
দুঃখে–সুখে বেজে চলে অক্লান্ত প্রাণের নহবত।

শপথ দিনের আর পরিপূর্ণ সহাস্য চন্দ্রের,
আমিও জেনেছি এই জীবনের আতীব্র দহন;–
একই সঙ্গে দেখিনি কি গদ্যময় বাস্তবে ছন্দের
দোলাও চলেছে, যেন কুঁড়েঘরে নূপুরনিক্বণ ?
হে রাজাধিরাজ! হে সর্বব্যাপ্ত পবিত্র মহান !
মেনেছি পঞ্চাশে এসে : একান্ত তোমারই সব দান ॥

www.pathagar.com

আদম

আর বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার সঙ্গিনী স্বর্গে বসবাস
করো আর যা ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা যাও, কিন্তু এ গাছের কাছে
যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের সামিল হবে।'–

– ৭ : ১৯-২৫ : কুরআন শরীফ

কেন গিয়েছিলে তুমি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে ?
স্বর্গে তো নিশ্চিন্তে ছিলে। ছিল তো স্বর্গীয় ফলমূল,
ছিল হাওয়া – তোমার সঙ্গিনী। তবু কেন করলে ভুল ?
ভুলে এসে পৃথিবীতে, মেনে নিলে দিনকে রাত্রিকে।

ভুলে কি ভালোই হলো ? – আশ্চর্য পৃথিবী দেখলাম –
গ্রহ-তারা, ফুল-ফল, আর সর্বশ্রেষ্ঠ আমরাই;
সব যতো মরণশীল, সব যতো নশ্বর–অস্থায়ী,
তারই ততো আকর্ষণ; কষ্ট যতো, ততোই আরাম।

কেন গিয়েছিলে তুমি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে ?
কেন দীপ্র ফেরেশতারাও করেছিলো সালাম তোমাকে ?
কেন এলে পৃথিবীতে ? – জেগে ওঠে অনেক জিজ্ঞাসা –
যে–জিজ্ঞাসা তাঁরই দান। কিছুতেই মেটে না পিপাসা।
মনে হয় : সব তাঁরই খেলনা নিয়ে খেলার সামিল –
যতোক্ষণ–না মহাশিঙায় ফুঁ দেবেন ইস্রাফিল ॥

www.pathagar.com

দুই ফেরেশতা

স্মরণ রেখো, দুটি ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে কাজকর্ম লিখে রাখে। মানুষ কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তাদের প্রহরী তাদের কাছেই রয়েছে।

– ৫০ : ১৭-১৮ : কুরআন শরীফ

নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে আমাদের প্রতিদিন যাওয়া।
স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হাওয়া আমাদের রক্তের ভিতরে।
আমাদের মধ্যে আজো জেগে আছে আদম ও হাওয়া।
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আমাদের আজো লুব্ধ করে।

তা বলে কি আমরা আজো নিজেদের উর্দ্ধে উঠি না ?
কাঁটার ভিতর থেকে ফোটাই না রক্তিম গোলাপ ?
বস্তুভেদ করে বাজে নাকি লোকোত্তর বীণা ?
আকণ্ঠ পাপের মধ্যেও জাগে নাকি পুণ্যের প্রভাব ? –

কাঁধের উপরে দুই ফেরেশতা জাগর প্রতিদিন
সব-কিছু লিখে চলে কেরামান–আর–কাতেবীন।
কতো পাপ জমা হলো, পুণ্য কতো, লেখে শব্দহীন
একমনে অবিশ্রাম কেরামান–আর–কাতেবীন।
পুণ্যে–পাপে দিন-রাত্রি কেটে যায় মলিন–রঙিন,
নির্বিকার লিখে চলে কেরামান–আর–কাতেবীন ॥

www.pathagar.com

হজরত মুহম্মদ (সা.) : আবির্ভাব

হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) বলেন: 'আমি তখন সাত-আট বছরের বালক হলেও বেশ শক্তিশালী ও লম্বা হয়ে উঠেছি। যা শুনতাম তা বুঝতে পারার ক্ষমতা তখন হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম জনৈক ইহুদি ইয়াসরিবের [মদীনার] একটা দুর্গের উপর উঠে উচ্চস্বরে 'ওহে ইহুদি সমাজ!' বলে চিৎকার করে উঠল। লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হয়ে বলল, 'তোমার কি হয়েছে?' সে বলল, 'আজ রাতে আহমদের জন্মের সেই নক্ষত্র উদিত হয়েছে।'

– সীরাতে ইবনে হিশাম

ইয়াস্‌রিবের দুর্গ থেকে জন্মের তারকা আহমদের
ওই দ্যাখো হতবাক হয়ে দেখছে ইহুদিসমাজ।
পৃথিবীর যুগ-যুগান্তের আশা পূর্ণ হলো আজ।
'সালাম! সালাম!' ধ্বনি ছেয়ে গেল সমস্ত জগতে।

শতাব্দীর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হলো নির্বাপিত।
আলোকিত হয়ে উঠল সিরিয়ার প্রাসাদমণ্ডলী।
জমিন-আসমান সব নত হয়ে লিখল গীতাঞ্জলি।
পারস্যের প্রাসাদের চোদ্দ চূড়া ভূতল–লুণ্ঠিত।

দ্বাদশ রজনী – সোমবার – রবিউল আউয়াল
বক্ষে তাঁকে পেয়ে হলো হর্ষে মত্ত, উদ্দাম, উত্তাল।
সোমবার – রবিউল আউয়াল – দ্বাদশ রজনী
ধন্য হলো বক্ষে পেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নমণি।
রবিউল আউয়াল – দ্বাদশ রজনী – সোমবার
সালামে-চুম্বনে তাঁকে রোমাঞ্চিত নিজেই বারবার ॥

www.pathagar.com

হজরত মুহম্মদ (সা.) : মি'রাজ

বাইতুল মাকদাসের অনুষ্ঠানাবলি সমাপ্ত হলে আমার সামনে ঊর্দ্ধাকাশে আরোহণের সিঁড়ি হাজির করা হলো। এমন সুন্দর কোনো জিনিশ আমি আরকখনো দেখিনি। মৃত্যুর সময় হলে মানুষ এই সিঁড়িই দেখতে পায় এবং এর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গী [জিব্রাইল] আমাকে ঐ সিঁড়িতে আরোহণ করালেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে আকাশের একটি দুরোজায় গিয়ে থামলেন।

– রাসুললুল্লাহ (সা.)–এর উক্তি : সীরাতে ইবনে হিশাম

সময়ের চেয়ে দ্রুত ডানাঅলা বোররাক ছুটেছে।
জিব্রাইল আর তিনি উড়ে চলেছেন ঝড়গতি।
ঘোড়ার পায়ের নিচে চূর্ণ হচ্ছে নক্ষত্রের মোতি।
উল্কা-চাঁদ-তারকার ঘূর্ণিঝড় সবেগে উঠেছে।...

প্রথম আকাশ থেকে সপ্তম আকাশ অব্দি চলে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব নবীদের পাশে থেকে দেখা
জান্নাত ও দোজখের দৃশ্যাবলি। তারপর একা
আল্লার সান্নিধ্যলাভ হলো তাঁরই করুণার বলে।

– তাহলে ঘুমের মধ্যে পৃথিবীর সত্য ধরা পড়ে ?–
দিনের সত্যের চেয়ে সত্যতর যে–নৈশভ্রমণ
খুলে দ্যায় পৃথিবীর মহত্তম মানুষের কাছে –
এই পৃথিবীর চেয়ে বেশি সত্য পৃথিবীও আছে –
সপ্তম আকাশ পার হয়ে তিনি গেলেন যখন
আকাশের দরজা খুলে, একা, কারো হাত না–ধরে ॥

www.pathagar.com

রাহ্‌মাতুল্‌লিল্‌ আ'লামিন

বালাগাল উলা বি-কামালিহি,
কাশাফুদ্দুজা বি-জামালিহি,
হাসুনাৎ জামিয়ু খিসালিহি,
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি ॥ – শেখ সাদী

তাবৎ পূর্ণতা নিয়ে শীর্ষে হয়েছেন উপনীত,
অপার সৌন্দর্যে তিনি আলো করেছেন তমসাকে,
আশ্চর্য চারিত্র তাঁর অতুলন সৌন্দর্যে মণ্ডিত,
রাহ্‌মাতুল্‌লিল্‌ আ'লামীন – হাজার সালাম তাঁকে ॥ – রূপান্তর

সমস্তসুন্দর তুমি : দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত কাঁধ,
বর্ণ শাদা-রক্তিমাভ, স্মিত হাসি লেগে আছে ঠোঁটে,
কালো চুল, নীল চোখ, জ্যোতি খেলে অগাধ-অবাধ :
শরীরে তোমার সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে।

শরীর শরীর নয়; – সে তো মূলে আত্মার দর্পণ :
তোমার দীর্ঘ বাহু চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়;
তোমার নীলিম চোখ হয়ে ওঠে বিশাল গগন;
চরাচর ছেয়ে যায় অলৌকিক আলোর আভায়।

আকাশের সূর্য কারো সাধ্য আছে ঢেকে রাখতে পারে ?
চাঁদের আলো-কে কারো সাধ্য আছে রাখবে থামিয়ে ?
তুমি ব্যাপ্ত হলে এই পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
সূর্য আর চাঁদের মতন। চোদ্দ শো বছর গিয়ে
জ্বলবে আরো শত-শতাব্দীতে দ্বিতীয় সূর্যের মতো,
দ্বিতীয় চাঁদের মতো প্রতি রাত্রে হবে বিকশিত ॥

www.pathagar.com

হজরত মুহম্মদ (সা.) : তিরোভাব

[হাসসান ইবনে সাবিত রা.-র এলেজির কথা মনে রেখে]

রাত্রে লোকেরা [রাসুলুল্লাহ সা.-কে সমাহিত করার মাধ্যমে]
জ্ঞান, দয়া ও সহিষ্ণুতাকে
সমাহিত করেছে...

– হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)

'ছিলাম ঝর্নার পাশে; কণ্ঠ শুষ্ক তৃষ্ণায় এখন। –
কেননা সমস্ত জ্ঞান – সব দয়া – সহিষ্ণুতা –
মাটির অনেক নিচে চলে গেছে। ক্রন্দন-ক্বণন
ব্যাপ্ত কখনো, কখনো কথা বলছে শুধুই নিরবতা।

কেঁদেছে মসজিদ আর কেঁদেছে নির্জন স্থানগুলি
তাঁর শোকে। কাঁদেনি কে ? চরাচর, মৃত্তিকা, আকাশ
এখন রোদনশীল। কেঁদে ফেরে নক্ষত্র ও ধূলি। –
নির্বাপিত হয়েছেন আল্লাহর জ্যোতির উদ্ভাস।'

– চোদ্দ শো বছর পরেকার এই বাংলা কবিতায়
একথা জানাতে চাই : – আজো তাঁর আত্মার বিভায়
পরিব্যাপ্ত এ-পৃথিবী। তিনি এক অজেয় পর্বত।
মানবজাতির জন্যে খুলে দিয়েছেন মুক্তিপথ।
কোটি হৃদয়-উদ্যান ভরে গেছে তাঁর ফুলে-ফলে :
জ্ঞান, দয়া, সহিষ্ণুতা ছড়িয়ে পড়েছে ভূমণ্ডলে ॥

www.pathagar.com

খুলাফায়ে রাশেদীন

তোমারই প্রদর্শিত সোজা সত্য-পথের পথিক,
আত্মলোপী, স্বস্থ, দয়াশীল : আবুবকর সিদ্দিক।
নীতিনিয়মের ক্ষেত্রে বজ্রতুল্য, হৃদয়ে গোলাপ,
অসমসাহসী বীর উমর-ইবনুল-খাত্তাব।

কুরআনের সংকলক, ইউসুফের মতো রূপবান,
বালিতে যে-ঝর্না আনে : কোমল-শ্যামল উসমান।
প্রজ্ঞার শহরে যিনি প্রদীপিত এক সিংহদ্বার,
কবিতা ও যুদ্ধে সমান কুশলী : আলী হায়দার।

তোমার পাহাড় থেকে নেমে-আসা ওরা চার নদী
ভিজিয়েছে আমাদের জমিনের হৃদয় অবধি।
তোমার আকাঙ্ক্ষা থেকে উড়ে-যাওয়া ওরা চার হাঁস
দখল করেছে চার দিগন্তের সমগ্র আকাশ।
তোমারই সূর্যের রশ্মি চারজন করেছে বিস্তার –
আবুবকর, উমর, উসমান, আলী হায়দার ॥

www.pathagar.com

হজরত আবুবকর (রা.) : দৃষ্টিতে-শ্রবণে

নবীগণ ব্যতীত সূর্যের উদয়াস্তের এই পৃথিবীতে আবুবকর (রা.)-এর চেয়ে মহত্তর কোনো ব্যক্তি কখনো জন্মায়নি।

– হজরত মুহম্মদ (সা.)

সাওর-গুহায় সঙ্গী হয়েছিল কে রসুলুল্লাহর ?
কে ছিল সত্য গ্রহণে দ্বিধামুক্ত, নিশ্চিন্ত, নির্ভীক ?
কে ছিল নবীর সঙ্গে যেন আলো, যেন অন্ধকার ?
কে সর্বস্ব সঁপেছিল ? – ত্যাগী আবুবকর সিদ্দিক!

ছিলে – উমরের সাথে – রসুলের দৃষ্টি ও শ্রবণ!
যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে ছিলে তাঁর ঘনিষ্ঠ অধিক।
গোলাপের পাপড়ি আর পাখির ডানার মতো মন
কে নিজেকে দিয়েছিল ? – মুগ্ধ আবুবকর সিদ্দিক!

নবীজীর মৃত্যুকালে একটিই জানালা ছিল খোলা
তোমার বাড়ির দিকে। সেটাই তো যথেষ্ট ইশারা,
কার জন্যে নির্ধারিত পরবর্তী শ্রেষ্ঠ আসন ? –
– বদরের যুদ্ধে যে দিয়েছিল নবীকে পাহারা;
– যে ছিল সূর্যের রশ্মি আর তাঁর মেঘের হিন্দোলা;
– যে ছিল সত্যের দৃষ্টি, কালোত্তর কালের শ্রবণ ॥

www.pathagar.com

হজরত উমর (রা.) : গোলাপে-ইস্পাতে

হজরত উমর (রা.) বলেছেন, 'ইমরুল কায়েস অন্ধ ও অজ্ঞাত
বিষয়বস্তুকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।

– আল ফারুক : আল্লামা শিবলী নো'মানী

ইমরুল কায়েস ক-টি অন্ধকে করেছে দৃষ্টিদান ?–
তুমি শিখিয়েছ তার চেয়ে অনেক–অনেক বেশি :
তোমার চরিত্র যেন গোলাপে–ইস্পাতে মেশামেশি :
পুত্রকে ছাড়োনি; আর দাসকে – মানুষের সম্মান!

শিখিয়েছ কোমলতা – গোলাপের অধিক গোলাপ!
শিখিয়েছ কঠোরতা – ইস্পাতের চেয়েও ইস্পাত!
তলোয়ারে–কবিতায় পরস্পরে আলোকসম্পাত
ঘটিয়েছে একজনই : উমর-ইবনুল-খাত্তাব।

দীর্ঘদেহী, তীক্ষ্ণচক্ষু, হে খলিফাতুল মুসলেমীন,
রাত্রিব্যাপী ঘুরে ঘুরে নগরের অলিতে-গলিতে
খুঁজেছ কোথায় আছে অনাহারী, ক্ষুধাতুর, দীন।
– তোমারই আদর্শ আজো আমাদের অবাধ্য শোণিতে
খেলা করে। তাই আজো মৃত্তিকার পৃথিবী রঙিন;
প্রবল বন্যারও শেষে শস্য জাগে উর্বর পলিতে ॥

www.pathagar.com

রত উসমান (রা.) : অজস্র প্রস্রবণ

আমি হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'উসমান!
যদি আল্লাহতালা তোমাকে খিলাফতের পোশাক পরিয়ে দেন, তবে
স্বেচ্ছায় কখনো তা খুলে ফেলো না।'

– আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)

ইতিহাসে জ্যামিতি কি কাজ করে যায় শব্দহীন ?
উমর এবং আলী বজ্রাদপি কঠোর; কোমল
আবুবকর, উসমান। উসমান লাজুক, নির্বল,
সত্তরেও সসংকোচ। একমাত্র আল্লাহর অধীন।

এমনই দরদী তিনি, খুললেন অজস্র প্রস্রবণ
মরুবালুকার দেশে; – একটিও নিজের জন্যে নয়।
সর্বশেষ দিনগুলিতে দেখালেন তৃষ্ণার বিজয়
কাকে বলে; কাকে বলে, শান্ত স্থির আত্মসমর্পণ।

নবীজীর কথা তুমি ফেলবে কি করে উসমান ? –
মৃত্যুকে নিয়েছ তাই মেনে, শান্ত নৃপতি মহান!
নবীজীর কথা ভেবে, বিদ্রোহ ছড়াতে পারে ভেবে,
নির্বিকার জামা পাল্টে গিয়েছ মৃত্যুর মধ্যে নেবে।
কুরআন বুকে বেঁধে হে উসমান! হে জুন্নুরায়েন!
উজিয়ে এসেছ আজ মহাকাল-সমুদ্র সফেন ॥

www.pathagar.com

হজরত আলী (রা.) : জ্ঞানের দরোজা

আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী তার দরোজা।
– হজরত মুহম্মদ (সা.)

যোদ্ধা-কবি একই সঙ্গে, একই সঙ্গে রৌদ্রে-জ্যোৎস্নায়
প্লাবিত তোমার আত্মা। ভ্রাতৃরক্তে রাঙা পৃথিবীতে
চেষ্টা করেছিলে তুমি অফুরান শান্তি এনে দিতে ;–
যে-ব্যর্থতা ভরে আছে লাবণ্যে ও মহৎ আভায়।

আবুজরের সঙ্গেও গিয়েছিলে রাব্‌জায় তুমি;
উসমানকে বাঁচাতেও পাঠিয়েছিলে নিজেরই পুত্রকে ;–
দরদী সেবক তুমি। অবিচল ছিলে সুখে, শোকে।
বহু বিপরীতে গড়া তোমার আশ্চর্য মনোভূমি।

প্রজ্ঞার শহরে যিনি প্রদীপিত এক সিংহদ্বার,
মৃত্যু তাঁকে কি করবে ? – তাঁকে আরো করেছে অবার।
খায়বরের যুদ্ধজয়ী, আসাদুল্লাহ্, জ্ঞানেরও সম্রাট,
একই সঙ্গে যোদ্ধা-কবি : কালোত্তর, মহান, বিরাট।
রসুলের চারিত্রের রঙে রঞ্জিত বিশাল দিল্ –
আজ তাঁর প্রশংসায় ভরপুর সমস্ত নিখিল ॥

www.pathagar.com

সাহাবীরা

আমার সাহাবীগণ আকাশের এক-একটি নক্ষত্রের মতো, তোমরা তাঁদের যাঁকেই অনুসরণ করবে হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

– হজরত মুহম্মদ (সা.)

তারকার মধ্য দিয়ে সংখ্যাহীন তারকা চলেছে :
সাহাবীরা – তারপর – তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন –
সবই তাঁর রশ্মিস্নাত – আকাশে প্রোজ্জ্বল, অমলিন :
বছর বছর ধরে কতো কতো নক্ষত্র জ্বলেছে।

সূর্য তো স্বয়ম্প্রকাশ; তবু তাঁর অনন্ত কিরণে
যাঁরা হয়েছেন হিল্লোলিত, সেই খাদিজা তাহিরা
থেকে আরো কতো দীপ্তিমান পুণ্যবান সাহাবীরা –
তুলে ধরেছেন তাঁকে তিলে তিলে স্মরণ-বরণে।

গোলাপের মধ্য দিয়ে সংখ্যাহীন গোলাপ ছুটেছে :
যা-কিছু নশ্বর তার মধ্য দিয়ে অবিনশ্বরতা
এঁরা গিয়েছেন রেখে – বর্ণনার স্মারক অক্ষর
এঁদেরই তুলিতে হলো প্রাণবান – জীয়ন্ত ফুটেছে
তাঁর রেখালেখ্য, তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ সব কথা,
তাঁরই দীপ্তি লেগে হয়েছেন এঁরাও অবিনশ্বর ॥

www.pathagar.com

বেলালের কণ্ঠ থেকে

আবু জেহেল দিনে দিনে যতোই বাড়াক অত্যাচার,
অদম্য অপ্রতিরোধ্য হাবশি-গোলাম কাফ্রি-কালো :
জ্যোতির উদ্ভাসে তাঁর হৃদয়ের আঁধার মিলাল :
পুষ্পশয্যা হয়ে উঠল তপ্ত বালু, জ্বলন্ত অঙ্গার।

হাবশি গোলাম বটে, গাত্র-ত্বক কাফ্রি-কালো বটে,
হৃদয়ে ও কণ্ঠে তবু প্রজ্বলিত চাঁদের আধখানা :
মরুর বালিতে ওড়ে অজস্র জ্যোৎস্নার সোনাদানা,
মণিমুক্তা ঝরে পড়ে ফেরেশতার পাখার ঝাপটে।

বেলালের কণ্ঠ থেকে উঠেছে 'আল্লাহু আকবর!'
টলে পড়ল লাত-মানাত, জ্বিন-পরী, ডাকিনী-পিশাচী।
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল কম্বুকণ্ঠ 'আল্লাহু আকবর!'
ধ্বনিত সত্যের ডাকে প্রকম্পিত উদীচী-অবাচী।
নিশিবাতাসের ঢেউএ স্যন্দমান 'আল্লাহু আকবর!'
নীল আকাশের ডোম ঘিরে ধরে তারার মৌমাছি॥

www.pathagar.com

খালিদ-বিন-ওয়ালিদ : আল্লার তলোয়ার

'The fiercest and most successful of the Arabian warriors.'
_ The Decline And Fall of the Roman Empire : Gibbon

বেহেশ্‌তে যাবেন যিনি, তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ রোদন। –
উমরের এ-আদেশ খালিদের মৃত্যুতে যখন
না-মেনে, উঠেছে তুঙ্গ কান্নার মাতম পথে পথে,
সঙ্গে সঙ্গে খলিফার হাতের চাবুক গর্জে ওঠে।

তখনই শোনেন তাঁর কন্যাই ক্রন্দন-কাতর।
দরোজার কাছে গিয়েও উমরের পা দুটি পাথর।
খোলা হলো না দরোজা। বসে পড়লেন। ততোক্ষণে,
চোখের পানিতে ভেসে গিয়ে, তাঁরও পড়েছিল মনে : –

বিদ্যুতের চেয়ে দীপ্র চমকায় আল্লার তলোয়ার।
ওহোদ, কাজিমা, ওয়াজাদা, ইয়ারমুক, আজ্‌নাদীন –
সব-কিছু শত্রুমুক্ত, সব-কিছু রঙিন-স্বাধীন।
যখনই ঝল্‌কে ওঠে আকাশে আল্লার তলোয়ার –
দিন হয়ে ওঠে রাত্রি, রাত্রি হয় ঝলমলে দিন –
সূর্য বা চন্দ্রের মতো চমকায় আল্লার তলোয়ার ॥

www.pathagar.com

আবুজর গিফারী (রা.) : দ্রোহী, একা, স্পষ্টভাষী

আল্লাহতায়ালার কথা বলে পৃথিবীতে তিরস্কৃত হওয়া, শাস্তির সম্মুখীন হওয়াকে একমাত্র আবুজর (রা.) ছাড়া সবাই ভয় করে। এমনকি আমি নিজেও তা থেকে মুক্ত নই।

– হজরত আলী (রা.)

'আবুজর একা আছে, একা থাকবে, যাবেও একাকী।'*
কেউ কেউ হয় এরকম : দ্রোহী, একা, স্পষ্টভাষী;
ভিড়ের ভিতরে থেকে নির্জন দ্বীপের অধিবাসী;
বিশাল আকাশে চাঁদ; বিজন কান্তারে এক পাখি।

শত্রুগণ প্রাণপণে অবিশ্রাম চেষ্টা করে যাবে
তোমাকে ভেড়াতে দলে; বেজে যাবে তোমার ঘোষণা :
'চিরতরে বন্ধ হোক গরিবের শোষণ, বঞ্চনা!'
তুমি থেকে যাবে ইস্পাতের মতো নিজের স্বভাবে।

হে ফকির নির্বাসিত! মরুপ্রান্তরের হে সম্রাট!
ঘুরতে হয়েছে ক্রমাগত মদীনায় – সিরিয়ায় –
শুধুমাত্র দাবি করে মানুষের সমানাধিকার।
নির্বাসন তোমাকেই সাজে, হে মহৎ! হে বিরাট!
হে সিদ্দিক! আজো ঝরে তোমার মাজারে – রাব্‌জায় –
অফুরন্ত জ্যোৎস্নার আশরফি আর রৌদ্রের দিনার ॥

* রসুলুল্লাহ (সা.) - এর উক্তি

www.pathagar.com

সেইসব মানুষের

রোজ ঘুম ভেঙে যায় কবিতার পঙক্তির আঘাতে।
– আবার কি ফিরে এল কবিতার বসন্তের ঋতু ?
এতো তীব্র হতে পারে, ছিল যে ফুলের চেয়ে মৃদু ?
ঘুম কেন ভেঙে যায় আজকাল রোজ শেষ রাতে

কবিতার পঙক্তির চাপে ? সে কি শব্দের মুগ্ধতা,
নাকি শব্দের সংঘর্ষে জেগে-ওঠা ধ্বনির সংক্রাম,
নাকি আশ্চর্য ইমেজে ছিঁড়ে যায় রাত্রির বিশ্রাম,
নাকি ঘুম ভেঙে দ্যায় উপমার চমৎকৃত কথা ?

শব্দ-ছন্দ-উপমার অন্ত:শায়ী বিষয়ের টান
কখনো এমন করে আচ্ছন্ন করেনি আমাকে।
তাই জেগে উঠি শব্দ-ছন্দ-উপমা-ইমেজে নয়;
জেগে উঠি সেইসব মানুষের প্রাণের সংরাগে –
শূন্যের বিরুদ্ধে যাঁরা দিয়েছিলেন আশ্বাস, অভয়,
যাঁরা দিয়েছিলেন মানুষকে আত্মার সন্ধান ॥

www.pathagar.com

ঊষা

নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে।
– ৪৫ : ৫: কুরআন শরীফ

রাত্রির পাথর থেকে ঊষার উত্থান দেখলাম –
একটি ঝর্নার মতো ঝরে পড়ছে প্রবল গতিতে,
উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চতুর্দিক অমল জ্যোতিতে।
হৃদয় নমিত হয়ে বলে উঠল : সালাম! সালাম!

সকল কেন্দ্রের কেন্দ্র, হে সর্বশক্তিমান!
তুমিই দিয়েছ ঊষা সোনা-মেশা পুবের আকাশে,
দিনের প্রথম কুঁড়ি সূর্য থেকে আলোর উদ্ভাসে।
জাগরণ কাকে বলে শিখিয়েছ, বিরাট! মহান!

পঞ্চাশ বছর ধরে কতো ঊষা নেমেছে মাটিতে,
আমার দৃষ্টির বাইরে এসে এসে চলে গেছে আলো।
প্রথম দেখলাম আজই অন্ধকার কি করে গুটাল
দুটি কালো ডানা তার। আমার নিজেরও অজ্ঞাতে
হাত দুটি উঠে গেল একটি কৃতজ্ঞ মোনাজাতে –
যখন ঝর্না ঝরছে দুধ-শাদা দিনের বাটিতে ॥

www.pathagar.com

দিন

গোলাপকুঁড়ির মতো সূর্য হলো প্রপূর্ণ গোলাপ :
এল দিন, খোলামেলা দিন, আবার আরেকটি দিন!
প্রাচুর্যে–ঐশ্বর্যে গরীয়ান – হে রাব্বুল আলামীন! –
আরেকটি দিন দিলে : পুরো ফোটা আরেক গোলাপ!

যতোদূর চোখ যায় – দেখি না তো সামান্য অভাব,
বরং ছড়িয়ে আছে সংখ্যাহীন হিরে-জহরত,
বরং ধানের শীষে নদীজলে বাজে নহবত
অবিশ্রাম : ফুটে ওঠে পৃথিবীর আশ্চর্য গোলাপ।

হে গোলাপ! আশ্চর্য গোলাপ! জানি তুমি, অতুলনা। –
– অবশ্য একদা ভাবতাম, শিল্পের মূর্খ আবেগে,
অতিক্রম করে গেছি জীবনের সব পরিসীমা।
আজ বুঝি : অনতিক্রান্ত, অফুরন্ত তোমার মহিমা;
ভঙ্গুর-নশ্বর যতো ভাস্কর্য গড়েছি রাত জেগে,
(হো-হো শব্দে হেসে উঠি :) ক-তো তুচ্ছ মানুষী রচনা ॥

www.pathagar.com

মধ্যদিন

যতোদূর চোখ যায় নীলাকাশ সুদূরবিস্তৃত,
রৌদ্রের প্লাবনে ওই ভেসে যাচ্ছে মাঘের আকাশ।
দীপ্ত দিনের শহরে এদিকে জনতা ঊর্দ্ধশ্বাস
যে যার নিজের কর্মে ধাবমান – আত্মসমাহিত।

একটি এ্যাম্বুলেন্স এরই মধ্যে ক্রন্দন-ক্বণনে
ছুটে যায়। এতোক্ষণ যারা ছিল প্রতিযোগী পরস্পর,
মুহূর্তেই দ্যায় পথ করে। মুহূর্তে মৃত্যুর স্বর
(– 'হৃদযন্ত্রে পড়েছে কি টান কারো ?' –) সব কানে শোনে,

তারপরই ডুবে যায় নিজস্ব ধ্যাননে। শুধু আমি
ভাবি : চলেছি কোথায়, কোনখানে, হে অন্তর্যামী!
শুধু আমি দেখতে পাই : রৌদ্র, যান, আকাশ, বেদনা –
সমস্তে স্পন্দিত হচ্ছে অনশ্বর একটি চেতনা;
সকল বস্তু ও প্রাণী প্রার্থনায় তুলেছে দু বাহু,
সম্মেলক একতান গুঞ্জরিত : 'আল্লাহু! আল্লাহু!'

www.pathagar.com

তারকা-পুনর্মুদ্রিত রাত্রি

তারকা-পুনর্মুদ্রিত রাত্রি এল বহুদিন পরে।
চাঁদ ও শিশির চুপে ঝরে গেছে দীর্ঘক্ষণ আগে।
মাঘের আঁধার রাত্রি এখন এসেছে পুরোভাগে –
তারকা-খচিত শাল আমাদের গায়ের উপরে।

হিম রাত্রি। সেকেন্ড না শিশির ঝরছে টুপটুপ ?
চূর্ণ কাচ ঘাসে ঘাসে। আঁধারে সবুজ পাতা ঝরে।
হে রাত্রির অধীশ্বর! তোমাকে আমার মনে পড়ে।
কবে যেন দেখেছিলাম তোমার সে-অপরূপ রূপ।

হে রাত্রির অধীশ্বর! আমাকে তো-মা-র মনে পড়ে?
হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছিলে তুমিই একদিন,
তারপর মধ্যদিনে ভরে দিলে গো'নায় গো'নায়।
এখন দুপুর পড়ে আসে, ক্রমশ ছায়া ঘনায়,
কালো ও মলিন হয়ে আসে সব – যা ছিল রঙিন।
হে রাত্রির অধীশ্বর! কেবলি তোমাকে মনে পড়ে ॥

www.pathagar.com

ফেরেশতা ও মানুষ

তোমরা আলোর তৈরি, ভুলত্রুটি তোমরা জানো না।
কেবল আল্লার তাঁবে চলো, তাঁরই দ্বারা নির্দেশিত;
তাঁরই বন্দনায় তোমাদের দিনরাত্রি মগ্ন, উচ্চকিত;
তোমরা সব খাঁটি হীরা, খাঁটি জহরত, খাঁটি সোনা।

আমরা মাটিতে গড়া, আমাদের আছে ভুলচুক,
আমাদের আছে তীব্র প্রবৃত্তির সুরার দহন,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাম-ক্রোধে আমাদের জটিল গ্রন্থন,
আছে আলো-ছায়া আমাদের, আছে দুঃখ, আছে সুখ।

ফেরেশতা, আলোর তৈরি, উড়ে চলে অদৃশ্য ডানায়।
মানুষ, মাটির ঘট, বাসা বাঁধে সামান্য সংসারে।
তবুও মানুষই কেন ঢুকে পড়ে সব অজানায় ?
তবুও ফেরেশতা কেন নেমে আসে মাটিতে, 'সসারে'?
মাটির এমন শক্তি শূন্য থেকে গোলাপ এনেছে –
দিনে সূর্য রাত্রে চন্দ্র তপ্ত-হিম কিরণ হেনেছে ॥

www.pathagar.com

গজল

'পৃথিবীর নম্রতম সময় কখন? – শেষরাতে।'
– এই কথা ক-টি ভেসে এল কোনো-এক শেষরাতে
হঠাৎ নিবিড় ঘুম ভেঙে। ভাবছি আমি শেষরাতে :
কোত্থেকে চরণগুলি আসে ? ঘুম কেন ভাঙে রোজ ?

হে সময়! শেষরাত! শারাবের মুগ্ধ সারাৎসার!
আর-সবই গদ্যময়। কবিতার তীব্র সারাৎসার
তোমার শিশিতে ভরা। নির্বাচিত নীল সারাৎসার
চব্বিশ ঘন্টার বৃত্তে তোমার মধ্যেই খুঁজি রোজ।

অজস্র কাঁটার মধ্যে ফুটে ওঠে একটিই গোলাপ;
শুধু কবিতা, কবিতা; – আর-সবই বিশুদ্ধ প্রলাপ।
দিনভোর মিথ্যা চলে; রাত্রিশেষে অনন্তের স্বর :
অজস্র তারার মধ্যে একলাইন চাঁদের স্বাক্ষর।
একটু পরই সূর্য উঠবে। শেষ রাত, যেয়ো না এখনি!
অন্তত যাবার আগে তাঁর স্পর্শ দাও, সোনামণি ॥

www.pathagar.com

স্কেচ

পৌষের দুপুরবেলা। বসে আছি ছাদের উপরে।
নীলাকাশে ভেসে আছে পেঁজা পেঁজা শাদা মেঘদল –
আসছে, যাচ্ছে। যতোদূর দৃষ্টি যায়, রৌদ্রকরোজ্জ্বল।
পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হাতুড়ির স্বর।

গম্বুজ, স্কাইস্ক্র্যাপার, দীর্ঘতরু, দু-চারটে এ্যান্টেনা –
মাটির পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে তাক করা।
কোথাও বইছে যেন শান্ত এক নদী কলস্বরা।
ঘিরে আছে চারদিকে পুরোনো জগৎ চিরচেনা।

সশব্দে হেলিকপ্টার দিয়ে যায় আকাশে চক্কর –
তারও ধ্বনি ডুবে যায়; কোন স্বরে মিশে যায় স্বর।
তারই মধ্যে হয়ে উঠল আমার সত্তাও চক্রবাক।
গম্বুজ-গাছের মতো ঊর্দ্ধ হলো আমার পিপাসা।
সব বস্তু দুহাত তুলেছে। সমস্ত পেয়েছে ভাষা।
গুঞ্জন ভিতরে মেশে। নীরবতা। প্লাবিত মৌচাক ॥

www.pathagar.com

বেদনার ধাক্কা খেয়ে

ছিলাম ঘুমের মধ্যে; উঠেছি হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে –
বেদনার। উনিশশো বিরানব্বই সাল পৃথিবীতে
এসে, আমাকে জাগিয়ে, চলে গেছে। এবারের শীতে
যে-সব কবিতা আমি ঘাস থেকে পেয়েছি কুড়িয়ে,

তাদের অনশ্বরতা শিশির অতিক্রম করে
বেঁচে আছে – বেঁচে থাকবে। দিন গেল ঘুমোতে ঘুমোতে।
যে-কোনো প্রাণীর মতো শুধু ভেসে গেছি কালস্রোতে।
বেদনার তীব্রতায় জেগে উঠলাম এক ভোরে।–

সর্বশক্তিমান হে সম্রাট! হে রাজরাজেশ্বর!
বেদনার মধ্য দিয়ে শূলবিদ্ধ জাগালে আমাকে।
জেগে উঠে শুনলাম, তোমার অভয় কণ্ঠস্বর
সপ্তম আকাশ থেকে ছেঁড়া কুঁড়েঘর অব্দি জাগে।
পূর্ণিমায় কূলে কূলে ভরে উঠল আমার সাগর।
আনন্দ উঠল বেজে বেদনার বিশাল সংরাগে ॥

www.pathagar.com

কাল ছিল ডাল খালি

আমার একটিই তরু দিনে দিনে হয়ে গেছে খালি।
শুকিয়েছে সব নদী, পড়ে আছে মরা শাদা বালি।
ভরা ছিল একদিন – ফাঁকা হয়ে গিয়েছে পিঞ্জর।
খসেছে পালকগুলি ময়ূরের – বছর বছর।

শূন্য করেছে শয়তান পিপাসায় পানির গেলাশ।
সমস্ত জীবন জুড়ে দেখি এক শূন্যের গ্রাস।
অবিশ্বাস খেয়ে গেছে যতো ছিল ঘুমন্ত অংকুর।
হার্মোনিয়ম ভেঙে ধূলিতলে লুটিয়েছে সুর।

কাল ছিল ডাল খালি – আজ সব ফুলে গেছে ভরে।
নীলাকাশ ছেয়ে গেছে লাল-নীল তারার অক্ষরে।
কাল ছিল ডাল খালি – আজ সব ভরে গেছে ফুলে।
মরা নদী ওই দ্যাখো জোয়ারে উঠেছে ফুলে ফুলে।
কাল ছিল ডাল খালি – ভরে গেছে ফুলে আজ সব।
ভরেছে হৃদয় আজ নীল-লাল - রুপালি - নীরব ॥

www.pathagar.com

পাখি

পাখি তীরবিদ্ধ হলো। খুলে গেল রক্তের ফোয়ারা।
শরীরাত্মা জুড়ে সে কী মারাত্মক প্রবল যন্ত্রণা!
বুজে আসছে চক্ষুদ্বয়, ডানা দুটি, বুকের ঝনঝনা।
বেদনায়-যন্ত্রণায় বিদ্ধ মোহ্যমান, দিশাহারা,

রক্তস্নাত, মৃতপ্রায় মনে পড়ল তোমাকে যখনই –
মুহূর্তেই লুপ্ত সব কাতরতা, সকল যন্ত্রণা।
মন বলল : অসম্ভব! কিছুতেই বিচ্যুত হবো না,
আমি তাঁরই বৃক্ষাশ্রিত, তাঁরই করুণায় আমি ধনী।

তাঁরই পাখি আমি, কুল মখ্লুকাতের যিনি রব্ :
তাঁরই গান গেয়ে যাব কতো রক্ত ঝরবে ঝরুক;
লিখব তাঁরই স্বরলিপি, যে-অসীম, অদৃশ্য, অজানা;
তাঁরই মুক্তা ভরে রাখে মর্মতলে গহন ঝিনুক;
হোক-না আহত – অদম্য, অপ্রতিরোধ্য এই ডানা।
আবার গুঞ্জন করে লাল-নীল-সোনালি-নীরব ॥

www.pathagar.com

সালামে-চুম্বনে

করেছি অনেক খসড়া। এবার সম্পূর্ণ হলো লেখা।
সমস্ত বাগান ভরে অনেক ছড়িয়েছিল ফুল;
একসঙ্গে জড়ো করে মালা গাঁথছি। ছিলাম উন্মুল।
ছিলাম ভিড়ের মধ্যে বিপর্যস্ত, নিরর্থক, একা।

এখন, এতোদিনে, হে বন্ধু, পেয়েছি আমি দেখা
শিলায় ঘষটে গিয়ে, আছড়ে পড়ে, দুঃখের নিকষে,
বহু বেদনায়, বেদনারও অন্তর্গত হীরাকষে
চুঁইয়ে পড়ে, এঁকেছি হীরার জলে কয়েকটি রেখা।

রাত্রিগুলি হয়ে উঠছে সিন্ধুগামী জাহাজের মতো –
কতো কতো অজ্ঞাত দিগন্তের দিয়েছে সন্ধান।
দিনের সকল দর্প ঐ দ্যাখো সিজ্‌দায় নত,
ফিরেছে পশ্চিমে। জ্বালাযন্ত্রণার আজ অবসান।
ওগো সম্পূর্ণতা, এতোদিনে কাছে এসেছো আমার।
সালামে-চুম্বনে আজ শব্দও হাসছে বারবার ॥

www.pathagar.com

রাস্তা

সূর্যের প্রথম সোনা রাস্তায় রাস্তায় এসে পড়ে।
হেঁটে যাচ্ছি একা। মগ্ন। সরে যায় কুয়াশা, হতাশা।
ঘাস, গাছ, খুশি, পাখি, আকাশ – সকলে পাচ্ছে ভাষা।
ওই নীল দেখা যাচ্ছে। সবুজ উঠল ঘাসে নড়ে।

মাঘের প্রথম রৌদ্র এসে পড়ে আমার ভিতরে।
হেঁটে যাই মগ্ন। একা। উবে যায় কুয়াশা, হতাশা।
জেগে ওঠে অন্য ক্ষুধা, অদৃশ্যের অমেয় পিপাসা।
আশরীর কেঁপে উঠি স্বরের ভিতরে অন্য স্বরে।

পঞ্চাশ বছর ধরে ঘটালে কতো-না স্তরান্তর,
হে পরোয়ারদিগার! বৃত্তে তুমি সম্পূর্ণ ঘোরাবে,
মনে হয়। তা নাহলে কীভাবে তোমার পুরো তাঁবে
নিয়ে যাবে আমার কবিতার তাবৎ অক্ষর,
কীভাবে জানিয়ে দেবে অভিজ্ঞানবসন্তে আমায় :
রাস্তা বন্ধ হয় না – নিয়ে যায় নতুন রাস্তায় ॥

www.pathagar.com

পঞ্চাশ বছরে

মাঘ চলে গেছে নি:শব্দে কখন। পাতা ঝরে যায়,
হাওয়া উঠছে। অর্থাৎ : ফাল্গুন। এল ফাল্গুনের দিন।
পৃথিবীতে ফিরে এল উদ্দীপিত বসন্ত রঙিন।
– আবার কি শুরু হলো আরো-একটি ঋতুর পর্যায় ?

কীভাবে যে কী হয়! – শিল্পে তো এমন পারি না :
সৃষ্টিশীল যান্ত্রিকতা, এরকম অমোঘ বিন্যাস :
শব্দ-ছন্দ আঁটো করলেও কেঁপে যায় কোথায় প্রকাশ,
যতো কষে তার বাঁধি একটু আলগা হয়ে যায় বীণা।

'শিল্প! শিল্প!' করতে করতে জীবন করেছি আমি পার।
আজ দেখি : অতলান্ত জীবনের সিংহ-আঁকা দ্বার
ছুঁতে না-ছুঁতেই কবে খসে গেছে বছর পঞ্চাশ। –
হে সম্রাট! কতো লক্ষ তারকায় তোমার প্রকাশ,
অংশের যোগফল থেকে সমগ্র সে আরো বড়ো কতো,
– বুঝে আজ – আমার সমস্ত দর্প কান্নায় বিনত ॥

www.pathagar.com

নিজের ভিতরে

অনেক হয়েছে দেরি। হৈ-চৈ, কোলাহল খুব হলো।
এইবার ডুব দাও আত্মকেন্দ্রে – নিজের ভিতরে।
খুঁড়তে-খুঁড়তে চলে যাও গূঢ়তম পাতাল-বিবরে।
বেজে উঠল জাহাজের বাঁশি। ছাড়বে। এবার গা তোলো।

দাঁড়াও আয়নার সামনে। মুখোমুখি নিজের, দাঁড়াও।
নগ্ন হও। রিক্ত হও। সর্বাধিক ঐশ্বর্য তোমারই –
এই কথা জেনে যাও বাস্তবতাভীরু অন্তশ্চারী।
শিকড়িত থেকে, তরু, ডানা মেলে দূরে উড়ে যাও।

মাথার উপরে দিয়ে বয়ে যায় হালকা শাদা মেঘ।
স্থির হও, স্তব্ধ হও, বয়ে যাক ভিতরে আবেগ।
মাথার চারপাশ দিয়ে হালকা শাদা মেঘ যায় বয়ে।
স্থির থেকে উড়ে চলো শান্ত দৃঢ় আপন প্রত্যয়ে।
মাথার ভিতর দিয়ে হালকা শাদা মেঘ বয়ে যায়।
রঙে রঙে স্নান করো সূর্যাভায় কিংবা চন্দ্রাভায় ॥

www.pathagar.com

মাঝরাতে নিজেকে প্রশ্ন

আমার ভেঙেছে ঘুম ? আমি কি নি:শব্দে জেগে আছি ?
– এই প্রশ্ন করতেই মাঝরাতে খুলে গেলো চোখ;
চিৎ হয়ে পড়ে আছি কতোক্ষণ নিঃশব্দ নিঃশোক,
বিশাল গোলাপে এক লেগে-থাকা সামান্য মৌমাছি।

প্রশ্ন করতেই যেন ঠিক অনুভব করলাম :
জেগে আছি। শব্দহীন থাকত যদি আমার জিজ্ঞাসা,
তাহলে হয়তো আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তাম।
আমাকে জাগাল কে ? – অনিদ্রা, গরম, নাকি ভাষা ?

নাকি প্রশ্নই সব ? জাগি আমরা প্রশ্ন করতে-করতে ?
আমরা ফেরেশতা নই, নই আগুনের জ্বিন-পরী।
মাঝরাতে বাইতে বাইতে এ কোন্ সোনার গাঁয়ে তরী
এসে ঠেকলো আমার : – পাবো কি উত্তর এই মর্তে ?
নাকি এই প্রশ্নেই মধু-তে ভরেছে অনুভব ?
মাঝরাতে ছড়িয়েছে নীল-লাল-নক্ষত্র-নীরব ?

www.pathagar.com

আমার চোখ

যখন সমস্ত দ্বার বন্ধ হলো, নিরুদ্ধ জানালা,
তখনই আমার চোখ খুলে গেল নিজের ভিতরে।
যতো দূর দৃষ্টি যায় সমাচ্ছন্ন পাতায়-শিকড়ে
দেখলাম অন্য-এক সূর্য বা চন্দ্রের আলো জ্বালা।

– এ আলো কোত্থেকে এলো ? – মনে হলো, সোনার ছুরিকা
গেঁথে আছে একটি-কোন্ দুপুরের বিশুদ্ধ হৃদয়ে।
মনে হলো, এই আলো দেখেছিলাম শিশুর বিস্ময়ে ; –
কখনো দেখিনি আর এরকম শিখাহীন শিখা।

হে আলো রহস্যময়! তুমি ফলের ভিতরকার
নিষ্পাপ ভোরের মতো, রাত্রির বৃষ্টির তলোয়ার,
শব্দের মধ্যের সূর্য তুমি, ছন্দের মধ্যের তারা,
আকাশে আকাশে তুমি ফেরেশতার হাসির ফোয়ারা,
দ্বিতীয় চাঁদের বৃষ্টি তুমি ঝরে পড়ছ অঝোর,
শাশ্বত রাত্রির পরে খুলে-যাওয়া চিরন্তন ভোর ॥

www.pathagar.com

অনেক দরোজা

দরোজার মধ্য দিয়ে চলে গেছে অনেক দরোজা :
গেছে চাঁদে, সূর্যে গেছে, ফলে, ফুলে, ঝর্নায়, পাথরে –
পড়ে আছে চিহ্ন তার নামহীন অজস্র স্বাক্ষরে।
চলো যাই পরোক্ষে – এইবার শুরু হোক খোঁজা।

মুক্তা লুকিয়ে আছে। খুলে ফ্যালো যে-ঝিনুক বোঁজা :
প্রকৃতির। চাঁদে-সূর্যে-ফুলে-ফলে কতো রঙ ঝরে,
কতো রেখা তৈরি হয় করুণার আদরে আদরে
কৌণিকে-সারল্যে-বৃত্তে – লাল-নীল-সবুজ-ফিরোজা।

বুঝেছি পঞ্চাশে এসে : রৌদ্র এক স্ফটিক প্রাসাদ,
বৃষ্টি এক আশ্চর্য উদ্যান। টানা দিনরাত্রিগুলি
যে-ঐশ্বর্যে ভরে দিলে, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ে যে-সুস্বাদ
এনে দিলে তুমি – হে রাজাধিরাজ! – সোনার অঙ্গুলি
যা ছুঁয়েছে, অপরূপ আলকেমিতে হয়ে গেছে সোনা।
কতো তুচ্ছ তার কাছে আমাদের শিল্প-রচনা ॥

www.pathagar.com

নীরবতা গভীরতা
দুই বোন বলে কথা

অনেক হয়েছে কথা। এইবার করো দেখি চুপ।
শব্দহীন থেকে শোনো, কথা ওই বলছে নীরবতা।
মাটি, গাছ, সূর্যাস্ত, আকাশ কতো কথাহীন কথা
নিয়ে গভীর বিশাল – দ্যাখো তার অন্তহীন রূপ।

নীরবতা গভীরতা দুই বোন কথা বলে চলে।
কী কথা দু'জনে বলে ? – বলে : সকল প্রশংসা তাঁর;
– স্বর্গ-মর্ত-পাতালের প্রভু, যাঁর করুণা অপার;
– সৃষ্টি ঘুরে চলে যাঁর মায়াবীর মতো জাদুবলে।

নীরবতা গভীরতা দুই বোন বলে চলে কথা।
সমস্ত দীনতা নিয়ে মাটির পৃথিবী ডুবে যায়।
হাড়-হিম মাঘ থেকে গরমের ঋতুর পর্যায়
কখন নি:শব্দে ঘোরে; খসে পড়ে বাক্যের তুচ্ছতা।
কোলাহল খুঁড়ে চলে নীরবের গভীর ইঁদারা।
সাঁঝের আকাশে ফোটে একে একে লক্ষ কোটি তারা ॥

www.pathagar.com

ISBN 984-721-026-8